দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬...

শিক্ষার্থীদের হোমওয়ার্ক এবং বাস্তবতা

এম মাহিদ জেড

হোমওয়ার্ক শব্দটি সামনে আসতেই মনে পড়ে যায় বাচ্চাদের স্কুলের কথা। ক্লাসের শিক্ষক সাধারণত দুই ধরনের খাতা তৈরি করতে বলেন তার শিক্ষার্থীদের—হোমওয়ার্ক খাতা ও ক্লাসওয়ার্ক খাতা। তবে রাফ খাতা নামক আর একটি খাতাও থাকে অনেক সময়। অনেক শিক্ষক, অভিভাবক মনে করেন হোমওয়ার্ক অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটে এবং প্রতিযোগিতায় ভালো ফল বয়ে আনে। আসলেই কি তাই? প্রাচীন যুগে সক্রেটিস, প্লেটো কিংবা বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ, নজরুল অথবা ভাষাবিদ ড. শহীদুল্লাহ প্রমুখ মণীষী কি হোমওয়ার্ক করেই বিখ্যাত হয়েছেন?

স্প্যানিশ অ্যালায়েন্স অব প্যারেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (SAPA) নামক একটি সংগঠন হোমওয়ার্কের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যদি স্কুল থেকে হোমওয়ার্ক বন্ধ করে না দেওয়া হয় তাহলে তারা হরতাল ডাকবে। বাংলাদেশে হোমওয়ার্কের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নেওয়ার নজির না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন সময়ে কোচিং সেন্টারের নামে শিক্ষকদের আর্থিক বাণিজ্যের ব্যাপারটা সামনে চলে এসেছে। অভিযোগ এসেছে যে ক্লাসে 'প্রবলেম সল্‌ভ' না করে বাচ্চাদের বাড়িতে হোমওয়ার্ক হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার কিংবা তার নিজস্ব কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের।

অর্গানাইজেশন টু ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (PRSA) নামক একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন ২০১২ সালে ৩৮টি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। এতে দেখা যায়, বিশ্বের প্রথম ৫টি দেশের নাম যারা শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি বাড়ির কাজ দিয়ে থাকে। সেগুলো হলো যথাক্রমে রাশিয়া, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড ও স্পেন। প্রতিবেদনে দেখানো হয়, স্পেনে প্রতিদিন শিক্ষার্থীকে প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা হোমওয়ার্ক করতে হয়। এই প্রতিবেদনে আরো বলা হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের ওপর এই বাড়তি চাপ তাদের কোনো কাজে আসছে না, বরং উল্টো গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে তারা অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পাচ্ছে।

PRSA নামক এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি বাংলাদেশকে নিয়ে গবেষণা না করলেও এটি সহজেই অনুমেয় যে, শিক্ষার্থীদের হোমওয়ার্ক করানোর এ যুগে শিক্ষার মান অনেক কমে গেছে। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মাত্র ১০% পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হবে কেন? পড়াশোনায় মনোযোগ না দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কেনই-বা 'প্রশ্ন-আউটের' পেছনে ছুটবে? আমরা কি এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাব না? PRSA গবেষণায় দেখানো হয় যে দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিনল্যান্ডে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় সবচেয়ে এগিয়ে থাকলেও হোমওয়ার্কের পেছনে তাদের ব্যয় হয় মাত্র তিন ঘণ্টারও কম সময়। তাদের স্কুলের শিক্ষা পরিচালিত হয় ঘরোয়া বা হোমলি পরিবেশে।

হোমওয়ার্ক তথা স্কুলের বাচ্চাদের পড়াশোনার পদ্ধতিতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে ফিনল্যান্ড। আমরা জানি যে, ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম সেরা হিসেবে পরিচিত। আর এ দেশটি যখন শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে তখন তা' অন্যদের গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত। ফিনল্যান্ড ২০২০ সালে তাদের পাঠ্যবিষয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাদ দিতে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বললেও ভুল হবে না। কারণ আমরা বহুদিন আগে থেকে যে পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে আসছি এখানে সেই ব্যবস্থা বাদ দেওয়া হচ্ছে।

মজার বিষয় হলো, প্রস্তাব মোতাবেক বিজ্ঞান, অঙ্ক, সাহিত্য, ইতিহাস কিংবা ভূগোল এ ধরনের বিষয়ভিত্তিক কোনো পড়ালেখা থাকবে না। এ বিষয়ে ফিনল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান মারজো কাইলোলেন বিস্তারিত বলেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তে বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা ও পরিস্থিতির পাঠ নেবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অর্থাৎ যে বিষয়গুলো তারা পড়বে তা' হবে বাস্তবতার আলোকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা। এখানে শিক্ষার্থীরা বিষয়টিকে দেখবে ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

আমাদের দেশে পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব শিশুর মধ্যে অনেকের কাছে বিষয়টি অনেক জটিল যেহেতু কিছু পাঠ্যবই বিষয়টিকে জটিল করে উপস্থাপন করে। অথচ, এখান থেকে কোমলমতি শিশুরা শুধু ইতিহাসবিষয়ক জ্ঞান অর্জন করতে পারছে। বরং, যদি এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিকে ঘটনাভিত্তিক উপস্থাপনের সুযোগ থাকত তাহলে তারা সহজেই ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারত। উদাহরণস্বরূপ, মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর বিভক্তি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে করা হয়েছিল—যেখান থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ভূগোল শিখতে পারত। আবার মুক্তিযোদ্ধাদের পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ, গেরিলা যুদ্ধ কিংবা সম্মুখযুদ্ধের ফলপ্রসূ কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা তাদেরকে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে আগ্রহী করে তুলবে। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করণের জন্য যেসব কালজয়ী লেখা, গান কিংবা সিনেমা তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে সাহিত্যের গভীরতা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে শিখবে।

মার্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফিনল্যান্ড যখন লেখাপড়ার পদ্ধতিতে পরিমার্জনের কথা ভাবতে শুরু করেছে তখন আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কেন আমরা যুগোপযোগী পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারছি না? এখনই উপযুক্ত সময় প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিক্ষার্থীদের যোগ্য প্রতিযোগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের। আমরা দেখতে চাই নতুন কোনো ড. কুদরত-ই-খোদা কিংবা স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুকে—যিনি বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে হাজির করবেন স্ব-মহিমায়।

● লেখক : সরকারি চাকরিজীবী